জম্বুদীপের নোবেল নমিনেটেড “সবুজ বারুদ আবিষ্কার”

সব্যসাচী সরকার

প্রায় দশ বছর আগে জম্বুদীপের গবুমন্ত্রীর প্রেরণায় বিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পাওয়া নিয়ে এক গ্রাসরুট তাত্বিক আলোচনা সভার আয়োজনের খবর কভার করে কিছু মেধাবী বৈজ্ঞানিকদের কোপে পড়েছিলাম।এবিষয়ে আমেরিকা ও ইউরোপের নামী দামী বিজ্ঞান সংস্থার সঙ্গে জম্বুদীপের বৈজ্ঞানিক আখড়াগুলির কয়েকটি উচ্চস্তরীয় প্রকল্পের আর্থিকবিষয় নিয়ে ফিনান্স মিনিষ্ট্রী প্রথমে বিরোধিতা করলেও পরে কিছু অফিসারদের বিদেশে গিয়ে এবিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা রাখতেই যুদ্ধস্তরীয় বেগে প্রকল্পের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছিল।এরপর সংক্ষেপে লিখতে গেলে এটুকু নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে যে বিগত কয়েক বছরের অন্য দেশের নোবেল মনিষীদের সঙ্গে আলোচনা করে জম্বুদীপের বাৎসরিক বিজ্ঞান মেলায় বিজ্ঞান মন্ত্রী তা পাঠ করে বললেন যে তিনি ঠিক বুঝতে পারেননি যে আমাদের এ্যাটমিক গবেষনা ,দশ পয়সা প্রতি কিলোমিটার দরে মঙ্গলে যাওয়া বা বিশাল স্ট্যাচু তৈরীর দক্ষতার দাম সুইডেনের ক্যারোলিন্সকা বিজ্ঞানাগারের ব্যক্তিসকল প্রায় না দেখেই ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে লিখেছে যে নোবেল পুরষ্কারের গুটিকয় মাপদন্ড আছে। প্রথমত, বিবেচনা যোগ্য আবিষ্কারগুলি মৌলিক ও জনদরদী হতে হবে।আর যে রিপোর্ট জম্বুদীপের নমিনেশনে পেশ করা হয়েছে সেগুলি আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয় কপি-পেষ্ট । আমরাও করেছি বলে আগের রেফারেন্স দিলে তাতে বিশুদ্ধ মৌলিকতা থাকেনা তা সে অনেক কম পয়সা ব্যবহার হয়েছে বলে দাবী করলেও।আসলে মৌলিকতা তো শেয়ার ব্যবসার ইকুএটির মত কেনা-বেচা হয়না। মন্ত্রী মশাই মোসাহেব সহ দুঃক্ষ পেয়ে বলেছিলেন-এবারে আমরা মৌলিক আবিষ্কার করেই নোবেল পাবো। প্রচুর বৈজ্ঞানিক মেধাযুক্ত জাতি বিশেষদের উপর আস্থা রেখে পারিষদ গোষ্ঠীগণ বছর খানেক আগে জম্বুদীপের দক্ষিণস্থিত বাৎসরিক অধিবেশনে অংশ গ্রহন করে বিজ্ঞান-মন্ত্রী মশাইকে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক বিশুদ্ধ মৌলিক বিষয়ে লিষ্ট ধরিয়ে দিলেন।তিনি দুটি বিষয়ে উৎসাহ বোধ করলেন। প্রথমটি যথেষ্ট মৌলিকতা আর তা সঠিক লাগাতে পারলে আগে থেকেই স্টকহোমে যাবার টিকিট কিনে নেওয়া যেতে পারে আর আগে থেকে গন্ডাকয়েক টিকেট বুকিংএ দেশের পয়সা কিছুটা বাচানো যাবে।মন্ত্রীমশাই বেজায় খুসী কারন কয়েকজন বিজ্ঞানী তাকে বলেছিলেন যে রমণ সাহেব ১৯২৮এ তাঁর আবিষ্কার জার্নালে ছাপার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্টকহোমে যাবার টিকিট আগেই কেটে নিয়ে স্যুটকেস গুছিয়ে বসেছিলেন।এ খবরটা আপনারা বোধহয় জানেন না তাই যা ক্লাসিফাইডের ফাইলে থাকে সেটা থেকে পুরোটা না হলেও কিছুটা উদ্ধার করতে পেরেছি। এটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি যাতে বিজ্ঞান-আবিষ্কার-পুরষ্কার-বঞ্চনা-দলাদলির চিত্রটার বর্ণনা দিতে পারি।

১৯২৮ সাল। রমন সাহেব তিরুপতির মন্দিরে পূজো দিয়ে ভগবানকে আস্বস্ত করতে চেয়েছিলেন যাতে হজবরল-র গেছোদাদার বিষয়টা যেটা সুকুমার রায়ের কালজয়ী বইটাতে লেখা (কোলকাতায় তার এক বঙ্গ বন্ধু এ খবরটা তাকে দিয়েছিলেন) তার তেলেগুতে অনুবাদ করে শ্রীবিষ্ণুকে বিষয়টা অনুধাবন করিয়েছিলেন এবং তামিলে একটা টিপ্পনী করে দিয়েছিলেন এই বলে যে শ্রীবিষ্ণু-ঠাকুরমশাই একটা নিষ্পেক্ষ বিচার করেন কারন সুকুমারের গেছোদাদা আর হাইজেনবার্গের কচি কচি কণাদের ভ্রমনজনিত লাফালাফি আর ভুতের মত নাচানাচি প্রায় একই ঘটনার প্রকাশ কাজেই হাইজেনবার্গ টুকলি করেছেন কিনা দেখতে কারন সব থেকে বড় কথা যে গেছোদাদার আবিষ্কার ১৯২১ এ আর কচিকাচাদের আবিষ্কার ৬বছর পরে মানে ১৯২৭এ।এই ভগবানের সঙ্গে কথা বলাটা আপনারা বোধহয় বিশ্বাস করছেন না তবে তিরুপতির মন্দিরে

বেশী টাকা পয়সা দিলে পূজারীগণ মন্দিরের গর্ভগৃহে মিনিট কয়েক ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেন।রমন সাহেবের ভীতির কারন ছিল যাতে সুকুমার বা হাইজেনবার্গ নোবেল অন্তত তার আগে যেন না পান।এরকম ব্যবহারে শ্রীবিষ্ণু ঠাকুর রমনের দেওয়া লাড্ডু খেতে খেতে বেজাই চটে গেলেন। রেগে তিনি এমন কৌশল করলেন যে ১৯২৮এর পদার্থ বিদ্যার নোবেল কাউকে না দেবার ব্যবস্থা করে দিয়ে রমন সাহেবের এক বছরের প্লেন যাত্রার টিকিট নষ্ট করিয়ে দিলেন আর বেশী লোভ দেখানোর জন্য তাঁকে লোভ জনিত পাপের শাস্তি দেবার জন্য ১৯২৮এর বিবেচিত ব্যক্তিকে সেই নোবেল প্রাইজটি ১৯২৯এ পাইয়ে দিলেন। এই পাইয়ে দেওয়া কথাটার অনেক চল আছে এই জম্বুদীপে। এখানকার বড় কর্তা ব্যক্তিরা নিজেদের পছন্দের লোকদিকে সব পাইয়ে দিয়ে থাকেন।সে যাই হোক সুকুমার আর হাইজেনবার্গ এই দ্বন্দটা রমন সাহেব ভালভাবে চাগিয়ে রেখে পরের বছরের টিকিট আবার কেটে ফেললেন।এদিকে সাহেবেরা সুকুমার না হাইজেনবার্গ ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়ে রমন সাহেবকে ১৯৩০এ প্রাইজটি পাইয়ে দিলেন।স্টকহোমে পুরষ্কার নিয়ে পুরষ্কার কমিটির লোকজনদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে রমন সাহেব সুকুমার পচা মাছ খেকো আর হাইজেনবার্গ পুরোনো সসেজ খেকো বলে দ্বন্দটা বাড়িয়ে দিয়ে সহকর্মী কৃষ্ণণকে একটা পেন (এটা তিনি হজবরল-র হাতে রইলো পেনসিল কথাটা মনে রেখে) দিয়ে সতীর্থ আবিষ্কারককে বড় পুরষ্কারে বঞ্চিত করে বাক্স পেঁটরা গুছিয়ে বঙ্গ ভুমি ছেড়ে নিজের দেশের মাটির কাছে পাড়ী দিলেন।এবার তার একটিই কাজ বাকী থাকার জন্য সেটাতে মন দিলেন আর সফলও হয়ে গেলেন। পদীপিসির মত তার বর্মীবাক্স যাকে আমরা রমন রিসার্চ ইন্সটিটুইট বলি তা তাঁর 'গজা' মানে পুত্র সন্তানকে বড়কর্তা করে বসিয়ে দিলেন।কেও কিছু বলতে সাহস করলেন না যে তাঁর গজা একেবারে গজে যাওয়া গজা আর নেহেরু খুসী হলেন এই "গজাতন্ত্র" ব্যবহারের জন্যে কারন এই তন্ত্র তাঁর ফ্যামেলীর জন্য অতি উপাদেয় তা আমরা এখনো দেখতে পেয়ে আনন্দিত বোধ করি।এদিকে সুইডেনে রমন সাহেব তো সব বিদিকিচ্ছিরি খবর রটনা করে ১৯৩১ এর পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল পুরষ্কারের বারোটা বাজিয়ে দিলেন।নোবেল কমিটির আন্তরিক ইচ্ছে ছিল যে ১৯৩০এর কালো মানুষের পুরোষ্কারের পরের বছর যেনো কুলিন সাদা চামড়ার বৈজ্ঞানিক এই পুরোষ্কার পান কিন্তু গেছোদাদা বাধ সেধেছেন।খুব ভেবে টেবে কমিটি আরো ভাবার সময় নিয়ে ১৯৩১এ পদার্থ বিজ্ঞানে কাউকে পুরষ্কার না দেওয়ার কথা ঘোষনা করে দিলেন।এই খবর শুনে রমন সাহেব তিরুপতিতে একবাক্স বোঁদের লাড্ডু পূজো দিয়ে না পচা মাছ না পুরোনো সসেজ খাওয়া লোকেদের যাতে বাড়তি সুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করে ফেললেন। ১২ বছর মাছ-মাংস খাওয়া লোকেদের সঙ্গে বাস করে তাঁর আত্মার কষ্টের লাঘবের জন্য তাঁর হিংসুটি ভাবের এরকম বহিপ্রকাশ হয়েছিল এটা মনস্তাত্বিক বিষেশজ্ঞরা স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে থাকেন। এদিকে বিলেতের ডিরাক সাহেব হাইজেনবার্গএর পেছনে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন।আর সসেজ খেতে খেতে স্রোডিন্জার ভাবতে বসলেন যে তার সরল অংকটিকে কি নোবেল কমিটি বুঝতে চাইছেন না বা তাঁর বেড়ালের গল্পটা যেটা তার মনে এসেছে তা নোবেলের লোকেরা আগেই জানতে পেরে দেরী করে দেবে নাতো এই সব ভেবে মন খারাপ করছেন।পুরোষ্কারের রাস্তা খালি না হলে তো তাঁরা লাইনের সামনে আসতে পারছেন না। অনেক ভেবে ডিরাক আইনস্টাইনকে পত্র লিখলেন এই অনুরোধ করে যাতে সত্যেনবোসের মাধ্যমে সুকুমারের গেছোদাদা বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য নোবেল কমিটিকে জানাতে।এদিকে সত্যেনবাবু নিধুবাবুর টপ্পার সঙ্গে বিটোফেনের নবম সিম্ফোনীর মিশ্রনে কি রকম সঙ্গীত বের হতে পারে তার পরিক্ষনে ব্যস্ত ছিলেন আর সেই সময় আইনস্টাইনের পত্রটি তিনি হাতে পেলেন যাতে আইনস্টাইন গেছোদাদা বিষয়ে বিশদ ভাবে ব্যাক্ষা করে সোজা নোবেল কমিটিতে লিখতে অনুরোধ করেছিলেন । গানের নেশা কাটিয়ে

উঠতে না পেরে সত্যেনবাবু তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে গিয়ে কমিটিকে একটু বকে দিয়েছিলেন এই বলে যে দুনিয়াদারির খবর না জেনে তারা কিভাবে বৈজ্ঞানিক চয়ণ করে থাকেন।আর সুকুমার বাবুর তো ১৯২২এ এই পুরোষ্কার প্রাপ্য এখন মানুষটা ১৯২৩এ মারা গেছেন আর সেই খবরটুকুও তারা রাখেনা। ফুটনোটে লিখে দিলেন যে এরকমই জাত নিয়ে ন্যাকামো তারা ১৯০৯ এ জগদীশ স্যারকে না দিয়ে মার্কোনী কে দিয়েছিলেন এমনকি টেসলাকেও বঞ্চিত করে । এ চিঠি পেয়ে নোবেল কমিটি দুটো কাজ করলেন। প্রথমত ঠিক করলেন যে এই উন্নাসিক বিজ্ঞানীকে তারা নোবেল দেবেন না আর দ্বিতীয়টি ১৯৩২এ হাইজেনবার্গএর নামে আর বাধা রইলো না। তারা নিশ্চিন্ত হলেন যে গেছোদাদার সৃষ্টি কর্তা অনেক আগেই মারা গেছেন।নোবেল কমিটি এটাও ঠিক করে ফেললেন যে যেহেতু ১৯৩১ খালি গেছে আর লাইন বড় হয়ে গেছে তাই ১৯৩৩এ একসঙ্গে ডিরাক ও স্রোডিন্জার নাম লিখে ব্যাকলগ দুর করে ফেললেন।এরপরের কাহিনী লিখতে গেলে অনেক প্রসঙ্গ এসে যাবে তবে এটুকু বলতে পারি যে এই উন্নাসিক বঙ্গ বিজ্ঞানীকে বিশেষ ভাবে অপাংতেয় করে রাখার প্রচেষ্টা চলতেই লাগলো।ডিরাক তা পরে জানতে পেরে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার জন্য বোসন নাম করণ করে নোবেল কমিটিকে ভেংচি কাটতে লাগলেন।এতেও যখন কিছু হল না তখন বিলেতের বৈজ্ঞানিক আখড়াতে তাকে নমিনেট করে রয়াল সোসাইটিতে ফেলোশীপ পেতে সাহায্য করে গেলেন তাও আবার সত্যেনবাবুর পড়ন্ত বেলাতে মানে তার আবিষ্কার ১৯২৪ এ আর এই সোসাইটির ফেলোশীপ ১৯৫৮ তে! এ সব পুরোনো কথা এখন থাক আর জাতীয় স্তরে নতুন করে নোবল্ মৌলিক চিন্তাবিদদের মন্ত্রী মহাশয় আবাহন করলেন।

সী,এস,আই,আর ; ডী,এস,টি; আর ভারতীয় মৌলিক চিন্তাবিদদের বড় মঠ, ইনসা, এক অভুতপূর্ব আবিষ্কারে মোহর লাগিয়ে দিলেন।এটা প্রদুষণ বিষয়ে।আবিষ্কারের নামঃ সবুজ বারুদ মশলা।নোবেল সাহেবের নাইট্রোগ্লিসারিনের আবিষ্কারের অনেক অনেক বছর আগে বারুদ বা গান পাওডারের আবিষ্কার হয়েছিল আজ থেকে বহু বছর আগে মানে ৭০০ এ,ডী, তে টাং ডাইনেষ্টী চীন দেশে।বারুদে সোজাসুজি বা ডেটোনেটর দিয়ে অগ্নি সংযোগে যে রাসায়নিক পরিবর্তন হয় তার বর্ণনা আমি দিচ্ছি না তবে যে বিজ্ঞানটি দিয়ে এটি বোঝা যায় তার নাম থারমোডইনামিক্স।এই বিজ্ঞান কেউ পরিবর্তন করতে পারেন না শুধু ব্যতিক্রমঃ সী,এস,আই,আর ; ডী,এস,টি; আর ভারতীয় মৌলিক চিন্তাবিদদের বড় মঠ, ইনসার প্রাজ্ঞ জনেরা ।আমরা এই থারমোডইনামিক্স নামক বিজ্ঞানকে বৃদ্ধআঙ্গুল দেখিয়ে সোনার পাথর বাটীর মতন সবুজ বারুদ মশলা তৈরী করে ফেলেছি। এবারে দিল্লী, কলকাতা সবুজ বারুদ বাজী পুড়িয়ে অভূতপুর্ব শুন্য প্রদুষন যুক্ত নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। নোবেল প্রাইজ এলো বলে-গন্ডাখানেক সুইডেনের টিকিট কাটা থেকে সুটকেস গোছানো হয়ে গেছে।এখন যাবার জন্য সিফারিসের খেলা চলছে- কে কাকে পাইয়ে দেয় সেটা আমরা দেখতে থাকবো।আই,আই,টী-কানপুরের কেউকি সুটকেস গুছিয়েছেন ?

সুকুমার ও স্রোডিনজারের বিড়ালদ্বয়